মহাপরিচালকের বাণী

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ঢাকার প্রাণ কেন্দ্র শাহবাগে অবস্থিত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং অন্যতম প্রাচীনতম জাদুঘর। বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এ জাদুঘর। এ দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্পকলা, শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদির সম্পর্কিত নিদর্শনসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং এতৎসংক্রান্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন ও গবেষণা অব্যাহত রেখেছে এ প্রতিষ্ঠানটি।

১৯১৩ সালে 'ঢাকা জাদুঘর' নামে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পথচলা শুরু। ১৯১৩ সালের ৭ আগস্ট বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ঢাকায় নবনির্মিত সচিবালয় (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) -এর একটি কক্ষে 'ঢাকা জাদুঘর' আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ঢাকা জাদুঘরের প্রথম কিউরেটর ছিলেন ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী। ১৯১৪ সালের ২৫ আগস্ট মাত্র ৩৭৯ টি নিদর্শন নিয়ে এই জাদুঘরটি দর্শকদের জন্য খুলে দেয়া হয়। ১৯১৫ সালে জুলাই মাসে 'ঢাকা জাদুঘর' ঢাকার নিমতলীর নায়েব নাজিমের বারোদুয়ারি ও দেউরিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর 'ঢাকা জাদুঘর'কে আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে রূপান্তরিত হয় এবং ১৭ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে বৃহত্তর পরিসরে জাদুঘর গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেন। তিনি জাদুঘরের সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততাও গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানটি আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তাঁর এ অসামান্য অবদান বাঙালি জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে চিরদিন স্মরণ করবে।

দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশাজীবীর মূল্যবান পরামর্শ, সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিবর্গের অগ্রণী ভূমিকা, বিদ্যোৎসাহী ও গবেষকগণের প্রজ্ঞা, উপহারদাতাদের অবদান, সুহৃদের সহযোগিতা এবং জাদুঘর কর্মীগণের পরিশ্রমে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ১০৭ বছরে পদার্পণ করেছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে দেশ ও জনগণের প্রতি জাদুঘরের দায়বদ্ধতা যেমন বেড়েছে, পাশাপাশি এর ব্যাপ্তি, জাতীয় জীবনে সম্পৃক্ততা ও কর্মের পরিধি দিনে দিনে দৃশ্যমানভাবেই সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এটি একটি বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠানরূপে বিকশিত হয়েছে।

বহুবিদ্যা সম্বলিত বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মোট সাতটি বিভাগ এবং ৪৫টি গ্যালারি রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণে ০৭টি শাখা জাদুঘর আছে। জাদুঘরের রয়েছে একটি ভার্চুয়াল গ্যালারি। বাংলাদেশ জাতীয় জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইট থেকে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে বসে দর্শকগণ ভার্চুয়াল গ্যালারি থেকে জাদুঘরের নিদর্শন অবলোকন করতে পারবেন এবং জাতির শেকড় সম্পর্কে জানতে পারবেন। প্রতি বছর প্রায় দশ লক্ষ দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে এ জাদুঘরে। বিশ্বজুড়ে মহামারি করোনার ভয়াল থাবার মধ্যেও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তৈরি করেছে কিউরেটরস কর্ণার যেখানে প্রতিটি বিভাগের গ্যালারিতে প্রদর্শিত কয়েকটি নিদর্শনের তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করে চলেছে।

জাদুঘরের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে বিভিন্ন সময়ে যারা নিদর্শন উপহার ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে জাদুঘরকে সমৃদ্ধ করেছেন সে সকল সুহৃদদের প্রতি জাদুঘরের পক্ষ থেকে রইল অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। ভবিষ্যতেও নিদর্শন সংগ্রহের ক্ষেত্রে জাদুঘরের এই ধারা অব্যাহত থাকবে। এ জাদুঘর আপনার, আমার, দেশের আপামর সকল জনগণের। বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের মাধ্যমে এদেশের আপামর জনগণের শিক্ষা ও বিনোদনের কেন্দ্র হিসেবে এ জাদুঘরটি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং বিদেশি দর্শকদের কাছে এদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিক তুলে ধরার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করবে এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে এ প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ পেয়ে নিজেকে গর্বিত মনে করছি।

খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর